দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 22 JUN 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

ঢাবিতে ছাত্রলীগের হামলায় ছাত্রদলের ২৫ জন আহত

মামলা প্রত্যাহার না করা নিয়ে বচসা থেকে সংঘর্ষ

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের হামলায় ছাত্রদলের অন্তত ২৫ জন নেতা-কর্মী আহত হয়েছে। গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনে এই হামলার ঘটনা ঘটেছে। হামলায় আহত ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের রাজধানীর বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তবে ছাত্রলীগ হামলার ঘটনা অস্বীকার করে বলেছে, ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলে এ হামলা হয়েছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি, প্রক্টরের পদত্যাগ ও হামলায় জড়িত ছাত্রলীগ নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার এবং ক্যাম্পাসে সহাবস্থানের দাবিতে তিনদিনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে সংগঠনটি। আগামী ২৯ জুনের মধ্যে তাদের দাবি না মানলে ১লা জুলাই থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে লাগাতার ধর্মঘটে যাওয়ার হুমকি দিয়েছে ছাত্রদল।

সত্যের বিকল্প এখানেই
স্বদেশ
এপার্টিস লিঃ
স্বদেশ এপার্টিস বেলার খবর

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গতকাল সকালে ছাত্র রাজনীতির তীর্থস্থান বলে খ্যাত মধুর ক্যান্টিনে ছাত্রদলের নির্ধারিত টেবিলে রাজনৈতিক আড্ডায় অংশ নেন সংগঠনের নেতা-কর্মীরা। এমন সময় বেশ কিছু এরপর পৃষ্ঠা ১৯, কলাম ৫

ঢাবিতে ছাত্রলীগের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ছাত্রলীগের কর্মী ছাত্রদলের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আব্দুল মতিনের কাছে ছাত্রলীগের নেতাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার না করার কারণ জানতে চান। মতিন আলোচনা সাপেক্ষে মামলা প্রত্যাহারের কথা বললে ছাত্রলীগের কর্মীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। মধুর ক্যান্টিন থেকে তাদের বের হয়ে যেতে বলেন। ছাত্রলীগের নির্দেশনা মতো মধুর ক্যান্টিন ত্যাগ না করায় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা চেয়ার, রড, স্ট্যাম্প, লাঠি দিয়ে উপর্যুপরি তাদের উপর হামলা করেন। এতে ২৫ জন নেতা-কর্মী আহত হন। ছাত্রদলের নেতাদের উপর হামলার পরপরই ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল বের করে ছাত্রলীগ।

হামলায় আহতদের মধ্যে রয়েছেন ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক আব্দুল মতিন, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক ওবায়দুল হক নাসির, যুগ্ম আহ্বায়ক মইদুল ইসলাম বিকু, কেন্দ্রীয় সহ-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক মনিরুজ্জামান রেজিন, সহ-ক্রীড়া সম্পাদক হাবিবুর রহমান সুমন, কেন্দ্রীয় সদস্য রাসেল মিয়া প্রমুখ। আহতদের ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগে চিকিৎসা দেয়া হয়। ওবায়দুল হক নাসিরকে ইসলামী ব্যাংক সেন্ট্রাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে দুইজনের অবস্থা গুরুতর। দুপুরে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আহত নেতা-কর্মীকে দেখতে আসেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, যুগ্ম মহাসচিব আমান উল্লাহ আমান, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানী এমপি, সাবেক সংসদ সদস্য নাজিম উদ্দিন আলম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাবেক প্রোভিসি অধ্যাপক ড. আকম ইউসুফ হারুনসহ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. এবিএম ওবাইদুল ইসলাম, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তাজমেরী এসএ ইসলাম প্রমুখ।

ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ হামলা : ছাত্রলীগ

ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক রবিউজ্জামান সোহাগ জানান, অস্ত্র এবং শিবির কাতার নিয়ে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। ২৭ জুনের হরতালকে সামনে রেখে তারা নাশকতা ঘটাতে পারে। এজন্য তাদের সরে যেতে বলা হয়। চেয়ার ছোঁড়াছুঁড়ি তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শেখ সোহেল রানা টিপু ও সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ শাকিব বাদশা বলেন, ছাত্রলীগের কোন কর্মী এ ঘটনায় জড়িত নেই। ছাত্রদলের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে এ ঘটনা ঘটেছে।

কর্তৃপক্ষের বক্তব্য

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. কে এম সাইফুল ইসলাম ইত্তেফাককে বলেন, ছাত্রদল নিয়মিত ক্যাম্পাসে আসে। কিন্তু গত ১৮ জানুয়ারির ঘটনায় ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে ছাত্রদল একটি মামলা করে। একই ঘটনায় ছাত্রদলের বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে আরেকটি মামলা দায়ের করে শাহবাগ থানায়। মামলা প্রত্যাহার করা নিয়ে সংগঠন দুইটির মধ্যে আলোচনা চলছিল। ছাত্রদলকে মামলা প্রত্যাহার করে নিতে বলা হলে তারা পুলিশের করা মামলাটি প্রত্যাহার করে নেয়ার শর্ত দেয়। তিনি আরো জানান, হামলার ঘটনার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে আসে। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।

এদিকে ছাত্রদল অবিলম্বে হামলাকারী ছাত্রলীগ নেতাদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ও প্রক্টরের পদত্যাগ এবং ক্যাম্পাসে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও সহাবস্থান নিশ্চিত করার দাবিতে তিন দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেছে। কর্মসূচিগুলো হলো-আজ মঙ্গলবার দেশব্যাপী দেয়া সমাবেশ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বিক্ষোভ মিছিল, সমাবেশ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল, ২৪ জুন রাজধানীর মুক্তাঙ্গনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও ২৯ জুন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতি এবং ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে মতবিনিময়। যদি এই সময়ের মধ্যে দাবি বাস্তবায়ন করা না হয় তাহলে ১ জুলাই থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে লাগাতার ছাত্র ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করা হবে। গতকাল বিকালে পল্টনের নদীয় ভবনালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম খান আলীম।

৫ ছাত্রকে শোকজ করলো দাবি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫ ছাত্রকে 'কেন স্থায়ী বহিষ্কার করা হবে না' এই মর্মে কারণ দর্শাও নোটিস প্রদান করেছে কর্তৃপক্ষ। গতকাল মধুর ক্যান্টিনে ছাত্রদলের নেতা-কর্মীদের উপর হামলার ঘটনায় সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে এদের কারণ দর্শাও নোটিস প্রদান করা হয়েছে বলে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানানো হয়েছে।

যাদের কারণ দর্শাও নোটিস প্রদান করা হয়েছে তারা সবাই বিভিন্ন হলের ছাত্রলীগের সক্রিয় নেতা-কর্মী। এরা হলেন-ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার যুগ্ম সম্পাদক মামুন অর রশিদ (দর্শন বিভাগ, সূর্যসেন হল), সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল মীর্জা (দর্শন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু হল), সূর্যসেন হলের ছাত্রলীগ কর্মী নুর নবী সোহাগ (আইইআর), সাইফুর রহমান সাইফুল (আরবী বিভাগ) এবং মুহাম্মদ জহিরুর রহমান পিন্টুল (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)। আগামী তিনদিনের মধ্যে তাদেরকে কারণ দর্শাও নোটিসের লিখিত জবাব দিতে বলা হয়েছে।